[2021] 7 এস. সি. আর. 332
সাদাকাত কোতোয়ার এবং আরেকজন
বনাম
ঝাড়খণ্ড রাজ্য
(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1316)
নভেম্বর 12, 2021
[এম. আর. শাহ এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 : ধারা 307 এবং ধারা 34 পঠিত - শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুরুতর আঘাত – রাষ্ট্রপক্ষের মামলা ছিল যে আপিলকারী নং 1 , PW-7 কে তার পাঁজরে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং আপিলকারী নং 2, PW-8 কে তার পেটের ডান পাশে এবং বাম পাঁজরে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিলেন - ট্রায়াল কোর্ট/ বিচারিক আদালত আপিলকারীদের-অভিযুক্তদের ধারা 307 এবং ধারা 34 পঠিত - হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছে - আপিলের রায়: সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না, বিশেষ করে PW 7 এবং PW 8 যারা আহত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন - আপিলকারীদের-অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে এটি ছিল না যে অপরাধটি হঠাৎ ঝগড়ার কারণে ঘটেছে বা মুহূর্তের উত্তাপে আঘাতটি আটকে দেওয়া হয়েছিল - যেহেতু মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আঘাতগুলি গুরুতর প্রকৃতির ছিল যার ফলে বুক এবং পেটের কাছে আঘাত হয়েছিল যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যেতে পারে, তাই আপিলকারীদের ধারা 307 এবং ধারা 34 পঠিত - এর অধীনে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত সমসাময়িক ফলাফলের জন্য ভারতের সংবিধানের 136 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ এটি অভিযুক্তের মামলা নয় যে অপরাধটি হঠাৎ ঝগড়া থেকে ঘটেছে। এটাও মনে হয় না যে আঘাতটি মুহূর্তের উত্তাপে আটকে ছিল। অন্যদিকে, পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8-এর জবানবন্দি বিবেচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পিডব্লিউ 7-এর স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং তারপরে অভিযুক্তরা পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8-এ আঘাত করে এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এইভাবে, মারাত্মক অস্ত্র এবং আঘাতগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল এগুলি গুরুতর প্রকৃতির বলে মনে করা হয়। এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে যে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কেউই অভিযুক্তের মনে প্রবেশ করতে পারে না এবং ব্যবহৃত অস্ত্র, আক্রমণের জন্য বেছে নেওয়া শরীরের অংশ এবং আঘাতের প্রকৃতি থেকে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত নীতির ভিত্তিতে মামলাটি বিবেচনা করে, যখন

মারাত্মক অস্ত্র - ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে, একটি ছুরিকাঘাত হয়েছে পেটে এবং বুকের কাছে একটি আঘাত যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে এবং আঘাতের প্রকৃতি বলে বলা যেতে পারে, এটি যথাযথভাবে ধরে নেওয়া হয় যে আপিলকারীরা অপরাধটি করেছে ভারতীয় দণ্ডবিধির 307 ধারার অধীনে। [অনুচ্ছেদ 4] [335-এফ-এইচ; 336-এ-বি]

এমপি রাজ্য বনাম মানসিংহ (2003) 10 এস. সি. সি 414: [2003] 2 SUPP. এস. সি. আর 460-এর উপর নির্ভরশীল।

জয় নারায়ণ মিশ্র এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য (1971) 3। এস. সি. সি 762 প্রয়োগযোগ্য নয়।

মহেশ বাল্মিকি বনাম এমপি রাজ্য (2000) 1 এস. সি. সি 319-- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2003] 2 SUPP. এস. সি. আর 460	**নির্ভরশীল**	**অনুচ্ছেদ 2**
(2000) 1 এস. সি. সি 319	**উল্লেখ করা**	**অনুচ্ছেদ 4**
(1971) 3 এস. সি. সি 762	**প্রযোজ্য নয়**	**5 নং অনুচ্ছেদ**

ফৌজদারি আপিলের বিচারবিভাগঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 1316।

2004 সালের 393 নং ফৌজদারি আপিল (এসজে) মামলায় রাঁচির ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের 01.07.2019 তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

শ্রী প্রকাশ সিনহা, মহুয়া সিনহা, রাকেশ মিশ্র, নবলেন্দ্র কুমার, শেখর কুমার, আইনিজিবি আপিলকারীদের জন্য।

অরুণাভ চৌধুরী, এএজি, মিসেস বর্নালী চৌধুরী, মিসেস প্রজ্ঞা বাঘেল, শান্তনু সাগর, বিষ্ণু শর্মা, অভিষেক রায়, আইনজীবী উত্তরদাতার জন্য ।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়

এম. আর. শাহ, বিচারপতি-

1. 2004 সালের ফৌজদারি আপিল (এসজে) নং 393-এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট আইপিসির ধারা 34-এর সাথে পঠিত ধারা 307-এর অধীনে অপরাধের জন্য আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে, মূল অভিযুক্তরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

2. আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং প্রদত্ত আদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। পাশাপাশি আইপিসির ধারা 34-এর সাথে পঠিত ধারা 307-এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ। প্রসিকিউশন যেমন সরকারি পক্ষের মামলার সমর্থনে 10 জন সাক্ষীর মধ্যে পরীক্ষা করেছে, যার মধ্যে দুইজন আহত চক্ষু রয়েছে-সাক্ষী পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8। উভয়ই তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করেছেন। এমনকি প্রসিকিউশন দ্বারা পরীক্ষিত অন্যান্য সাক্ষী যেমন পিডব্লিউ1, পিডব্লিউ2, পিডব্লিউ4 এবং পিডব্লিউ10 তাদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রসিকিউশনের মামলাটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছে যে আপিল নং 2-রেফাজ কোতোয়ার ছুরিকাঘাত করেছেন। পিডব্লিউ 8-মহম্মদ জামিল কোতোয়ার তার পেটের ডান দিকে এবং বাম পাঁজরের উপর একটি ছুরি নিয়ে এবং সেই পিডব্লিউ 7-কে আপিল নং 1-সাদাকাত কোতোয়ার তার পাঁজরের মধ্যে একটি ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করেছিলেন। আমরা রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছি না, বিশেষ করে পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8 যারা আহত প্রত্যক্ষদর্শী। এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে পি. ডব্লিউ. 7 এবং পি. ডব্লিউ. 8 হল আহত প্রত্যক্ষদর্শী। এম. পি রাজ্য বনাম মানসিংহ, (2003) 10 এস. সি. সি 414 অনুচ্ছেদ 9 এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুযায়ী, আহত চক্ষু-সাক্ষীর প্রমাণের প্রচুর প্রমাণমূলক মূল্য রয়েছে এবং যদি জোরালো কারণ না থাকে, তবে তাদের বিবৃতিগুলিকে হালকাভাবে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। নিম্নোক্ত আদালতগুলি আবেদনকারীদের-মূল অভিযুক্ত-কে দোষী সাব্যস্ত করে সমবর্তী ফলাফল নথিভুক্ত করেছে যার জন্য ভারতের সংবিধানের 136 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

3. এখন যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে সর্বাধিক মামলাটি আইপিসির 323 ধারার অধীনে পড়তে পারে এবং তাই, নীচের আদালতগুলি এই অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। আইপিসি 307 ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট, এটি পক্ষে মামলা আবেদনকারীরা বলেছেন যে এটি একক আঘাত/আঘাতের ঘটনা ছিল। তবে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে একটি আঘাতের আঘাত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে অর্থাৎ পেটে এবং বুকের কাছাকাছি ছিল। আঘাতের প্রকৃতি হল একটি ধারালো কাটার অস্ত্রের কারণে সৃষ্ট গুরুতর আঘাত। জামিল কোতোয়ারে নিম্নলিখিত আঘাতগুলি পাওয়া গেছেঃ

"বাম অক্ষের মধ্য অক্ষীয় অঞ্চলে 4র্থ এবং 5ম আন্তঃকোস্তীয় স্থানে হেমাটোমা গঠনের সাথে 1 "x1" x পেশী গভীর ক্ষত 4 "x3" এলাকা।"

সামসেরা বিবির উপর নিম্নলিখিত আঘাতগুলি পাওয়া গেছেঃ

"বুকের বাম অর্ধেকের মধ্যবর্তী ক্লারিকুলার লাইনের 8 আন্তঃকোস্টাল স্পেসে 1" x 1/2" x প্লুরার গভীরে কাটা ক্ষত।"

সুতরাং, ধারালো কাটার যন্ত্রের কারণে আঘাতের প্রকৃতি গুরুতর বলে মনে করা হয়েছিল।

4. মহেশ বাল্মিকি বনাম এমপি রাজ্য , (2000) 1 9 অনুচ্ছেদে এস. সি. সি 319-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছেঃ

" 9. ..... এমন কোনও নীতি নেই যে একক আঘাতের সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 302 আকৃষ্ট হয় না। একটি একক আঘাত, কিছু ক্ষেত্রে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 303 এর অধীনে, কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 304 এর অধীনে এবং কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 326 এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নটি প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। আঘাতের প্রকৃতি, তা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ বা অ-গুরুত্বপূর্ণ অংশেই হোক না কেন, ব্যবহৃত অস্ত্র, যে পরিস্থিতিতে আঘাত করা হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে আঘাত করা হয়েছে সেগুলি সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান যা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে। অপরাধী এবং তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞান। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তিকে নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম করা হয়েছিল কারণ তাকে আপিলকারীর সহযোগীরা ধরে রেখেছিল যারা উপরে উল্লিখিত বর্ণনার একটি একক কিন্তু মারাত্মক আঘাত করেছিল। এই তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আবেদনকারীর মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার অভিপ্রায় ছিল। যাই হোক না কেন, তাকে নিরাপদে এই জ্ঞানের জন্য দায়ী করা যেতে পারে যে তার দেওয়া ছুরি-আঘাতটি এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে এটি অবশ্যই মৃত্যু বা এমন শারীরিক আঘাতের কারণ হতে পারে যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।"

4.1 অভিযুক্তের ক্ষেত্রে এমন নয় যে হঠাৎ ঝগড়া থেকে এই অপরাধ ঘটেছে। এটাও মনে হয় না যে আঘাতটি মুহূর্তের উত্তাপে আটকে ছিল। অন্যদিকে, পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8-এর বক্তব্য বিবেচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পিডব্লিউ 7-এর স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং তারপরে অভিযুক্তরা পিডব্লিউ 7 এবং পিডব্লিউ 8-এ আঘাত করে এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এইভাবে, মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং আঘাতগুলি গুরুতর প্রকৃতির বলে মনে করা হয়। যেহেতু মারাত্মক অস্ত্রটি বুক এবং পেটের কাছে আঘাতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে বলা যেতে পারে, তাই আপিলকারীদের আইপিসির 34 ধারার সাথে 307 ধারার অধীনে অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে

অভিযুক্তের মনে কেউ প্রবেশ করতে পারে না এবং ব্যবহৃত অস্ত্র, আক্রমণের জন্য বেছে নেওয়া শরীরের অংশ এবং আঘাতের প্রকৃতি থেকে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে হাতে থাকা মামলার কথা বিবেচনা করে, যখন মারাত্মক অস্ত্র - ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে, তখন পেটে এবং বুকের কাছে ছুরিকাঘাতের আঘাত ছিল যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে এবং আঘাতের প্রকৃতি বলে বলা যেতে পারে। এটি যথাযথভাবে বিবেচিত হয় যে আপিলকারীরা আইপিসি 307 ধারার অধীনে অপরাধটি করেছে।

5. বিচারিক আদালতের গৃহীত মতামতের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। পাশাপাশি হাইকোর্টও শিখেছে এখন পর্যন্ত জয় নারায়ণ মিশ্র এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য, (1971) 3 এস. সি. সি. 762 সম্পর্কিত ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আরও বেশি প্রযোজ্য হবে না, বিশেষ করে পরবর্তী বিষয়গুলি বিবেচনা করে। সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ব্যবহৃত অস্ত্র, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাতের প্রকৃতি।

উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী বরখাস্ত করা হয়।

আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়

দেবিকা গুজরাল

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।